দৈনিক
ইনকিলাব

সিএসপিএস'র সেমিনারে মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে নেতিবাচক সমালোচনা

সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে হবে

আহমদ আতিক ঃ আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক পর্যায়ে বাংলাদেশ কোনভাবেই সন্ত্রাস রফতানী করছে না। তাই স্থানীয় এ ধরনের সন্ত্রাসবাদকে চিহ্নিত করতে হবে এবং সন্ত্রাসবাদকে দমনের উপায় বের করতে হবে। শুধু জেএমবি'র জঙ্গীদের ফাঁসি দিলেই সন্ত্রাসবাদের অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে না। এর মূল খুঁজে বের করতে হবে। গতকাল বিস মিলনায়তনে জামায়াত ঘরানার সেন্টার ফর স্ট্রাটেজিক এন্ড পিস স্টাডিজ (সিএসপিএস) আয়োজিত 'টেরোরিজম ইন দ্যা টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি ঃ বাংলাদেশী পারসপেকটিভ' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে বক্তারা উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন। বিদেশ থেকে কাঁচামাল এনে বাংলাদেশে এক হাজারের মতো অস্ত্র তৈরীর কারখানায় কেবল ক্ষুদ্র অস্ত্রই নয়, গ্রেনেডের মতো ভারী অস্ত্রও তৈরী হচ্ছে। হরকাতুল জিহাদ, জমিয়াতুল মুজাহেদিন ও জেএমবির মতো বেশকিছু জঙ্গী সংগঠনের মাধ্যমে ১১-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

11 MAR 2007

পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে নেতিবাচক সমালোচনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সারাদেশে এসব অস্ত্র ছড়িয়ে পড়ছে। সেমিনারে এসব তথ্য জানিয়ে গবেষকরা বলেন, একদিকে অস্ত্র, অন্যদিকে মাদ্রাসায় ইসলামের নামে ভুলপথে জীবন উৎসর্গ করায় শিক্ষা বাংলাদেশকে নাজুক দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষা পদ্ধতিতে তাই পরিবর্তন আনতে হবে। যাতে করে ধর্মান্ধ লোক না তৈরী হয়। কমোডর (অবঃ) এম আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অধিবেশনে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মেজর জেনারেল (অবঃ) গোলাম কাদের। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পররাষ্ট্র, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী। দুই পর্বে বিভক্ত সেমিনারের প্রথম পর্বের মডারেটর ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী এবং দ্বিতীয় পর্বে মডারেটর ছিলেন সাবেক রাষ্ট্রদূত ফারুক সোবহান। দু'পর্বে মোট ৪টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয় এবং এসব বিষয়ে উপস্থিত সাবেক সেনা কর্মকর্তা, বুদ্ধিজীবী, সাবেক সরকারী কর্মকর্তা, কূটনীতিকবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক, সাংবাদিক, কলামিস্ট, দেশী-বিদেশী সংস্থার সেক্যুলার প্রতিনিধিগণসহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ আলোচনায় অংশ নেন। স্বাগত বক্তব্যে মেজর জেনারেল (অবঃ) গোলাম কাদের বলেন, আগস্ট ২০০৫-এর দেশব্যাপী বোমা হামলার পর বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগের কেন্দ্রতে চলে এসেছে। বাংলাদেশের অবস্থান ও তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে এর কৌশলগত গুরুত্বের কারণে এখানে ইসলামের নামে জঙ্গীবাদের উত্থানের ধরন ও প্রকৃতি নিয়ে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এ অঞ্চলে ইসলামকে দয়া, উদারতা এবং আতিথেয়তার পতাকাবাহীরূপে দেখা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো রাষ্ট্র এবং প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতা বাংলাদেশে ইসলামের নামে জঙ্গীবাদের উত্থানের সুযোগ করে দিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্যুলার ধারার অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদের উপস্থাপিত প্রবন্ধের বিষয় ছিল 'টেরোরিজম বিয়ন্ড রিজন : পসিবিলিটিস এন্ড লিমিটস'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক লাইলুফার ইয়াসমিনের উপস্থাপিত প্রবন্ধের শিরোনাম 'ইন্দো-বাংলাদেশ রিলেশনস : টেরোরিজম ইন পারসপেকটিভ'। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ টি এম আমিনের প্রবন্ধের শিরোনাম- 'রিজিওনাল সিকিউরিটি এনভাইরনমেন্ট এন্ড টেররিস্ট থ্রেট টু বাংলাদেশ'। বিস-এর রিসার্চ ফেলো এ বি এম জিয়াউর রহমানের প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'রেসপনস টু টেরোরিজম : দ্যা কেইস অব বাংলাদেশ'।

সেমিনারের আলোচকবৃন্দ বলেন, সন্ত্রাসবাদের উৎপত্তি ও এতদসম্পর্কিত বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আমাদের আলোচকবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু আজকের সেমিনারের উদ্দেশ্য আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদের ব্যাপকতা উপলব্ধি করা এবং এর সমাধানের উপায় সন্ধান করা। তবে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, ত্রিশের অধিক জঙ্গী সংগঠনের অস্তিত্বের কথা শোনা গেলেও এদের সাথে আল-কায়েদার কোন সম্পর্ক নেই। যদিও কিছু সংগঠন বিদেশের মুসলিম এনজিওগুলোর আর্থিক সাহায্য নিয়ে থাকতে পারে, তথাপি নিজভূমি বিকশিত এ সংগঠনগুলোর কার্যক্রম কেবল দেশের ভেতরই সীমাবদ্ধ। ইসলামী সন্ত্রাসবাদের উর্বরক্ষেত্র হিসেবে বাংলাদেশকে চিহ্নিত করতে যে ঋণাত্মক এবং প্রায়ই বিদ্বেষপূর্ণ ও উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ টি এম আমিন তার প্রবন্ধে বলেন, ২০০৪ সাল থেকে ইউনাইটেড স্টেট পিস ইনস্টিটিউট এবং ভারতীয় প্রচার মাধ্যমে বাংলাদেশকে সমালোচনা করে বিরূপ প্রচারণা চালানো হচ্ছে। এতে অনবরত বলা হচ্ছে যে, বাংলাদেশ মডারেট ইসলাম থেকে ধীরে ধীরে প্রতিক্রিয়াশীলতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। এতে দেশটি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের প্লাটফর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অনির্ভরযোগ্য সূত্রের বরাত দিয়ে ভারতীয় মিডিয়া রিপোর্টে বারংবার এটা করা হচ্ছে।

এ অঞ্চলের নিরাপত্তা সমস্যার ক্ষেত্রে ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে স্বাধীনতাকামীদের আদর্শগত সন্ত্রাসও অন্যতম সমস্যা। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের নিরাপত্তার বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ভারতে সেভেন সিস্টার রাজ্যসমূহে নানা সশস্ত্র দলের সাথে সে দেশের সরকার চুক্তি করেছে। কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের অবস্থান। নেপাল ও শ্রীলকার সশস্ত্র দলগুলোর সাথে সরকারের আলোচনা ও চুক্তিসমূহ এ অঞ্চলে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সামনে রেখে ভাবতে হবে।

নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাংলাদেশে ইসলামের একটি সহনশীল রূপ আছে। বহু বছর এখানে সংখ্যালঘুরা শান্তিতে বাস করছে। ভারত ও মায়ানমার সীমান্তে 'দরিদ্র মানুষের জীবনে স্মাগলিং বহুজাতিক অপরাধের একটি ধরন। সংগঠিত অপরাধ ও উপজাতীয় সমস্যা বাংলাদেশের নিরাপত্তাকে ভাবিয়ে তুলছে। বাংলাদেশ তার নিরাপত্তা হুমকিকে সার্কের মাধ্যমে এক ছাতার নিচে এসে সমাধানের উদ্যোগ নিতে চায়। এতে করে দক্ষিণ এশিয়ার সন্ত্রাসবিরোধী অবস্থানও নবরূপ পাবে।

মানবাধিকার লংঘন, জাতিসংঘ বিভক্তি, অর্থনৈতিক সূত্র, শিক্ষা ও সচেতনতা, ব্যাপক বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের সহজলভ্যতা, পরমাণু ও জীবাণু অস্ত্রের হুমকি, সাইবার ক্রাইম ইত্যাদি এ অঞ্চলের নিরাপত্তার প্রধান হুমকি। এদিকে যদি এখনই মনোযোগ দেয়া না হয় তবে এ অঞ্চলের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা খুবই ভয়াবহ অবস্থায় পৌঁছবে।

অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ তার প্রবন্ধে বলেন, মুসলমানদের শিয়া ও সুন্নী মাজহাবের চিন্তাভাবনাও ভিন্নতর। লেবাননের শিয়া প্রধান হিজবুল্লার আন্দোলন ও বিজয় বিশ্বায়নের এ যুগে সবাইকে প্রভাবিত করে। তবে এটাও ঠিক যে, মুসলমানদের একটি অংশ সন্ত্রাসবাদে যুক্ত। অনেকে সুইসাইডে বিশ্বাস করে। মুসলমানদের বিভিন্ন থট অব স্কুলের সম্পর্কে তলিয়ে দেখলে অনেককিছু বোঝা যাবে। জেএমবিদের ফাঁসী দিলেই সমাধান হবে না বা ইসলামী মিলিট্যান্ট শেষ হয়ে যাবে না। কারণ বিশ্বাসের মধ্যে সন্ত্রাস চলে আসছে, সেই সাথে যোগ হয়েছে অস্ত্র। কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, এ ধরনের কাজ করে সে স্বর্গে যাবে। তাহলে তাকে তো আর রক্ষা করা যাবে না। আলীয়া মাদ্রাসার সিলেবাসে এখন সেক্সপীয়ার, মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথের মত অমুসলিমদের জীবনী পড়ানো হয়। রুমী, হাফিজ, ইবনে খালদুন, খৈয়াম ও ইবনে সিনাদের বাদ দেয়া হয়েছে।

ফলে সূফী ইসলামের সহনশীল ভাবধারা আমাদের মাদ্রাসা ছাত্রদের মাঝ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।